সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
লুনা সামসুদ্দোহা
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
খন্দকার সাবেরা ইসলাম
মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ
এ, কে, ফজলুল আহাদ, সেলিমা আহ্মাদ, এমপি
মোহাম্মদ আবুল কাশেম, ড. মোঃ জাফর উদ্দীন
ও অজিত কুমার পাল, এফসিএ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ
সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ ফজলুল হক
মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মোখলেসুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ এন্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
দেলওয়ারা বেগম, ডিজিএম
এ, কে, এম এনামুল হক, এজিএম
রুবেল আহমেদ, এসপিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

সম্প্রতি ৪৮ বছরে পদার্পণ করা বাংলাদেশ আজ অর্থনীতির প্রায় সব সূচকেই ক্রমোন্নতির শীর্ষে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিণামদর্শী নেতৃত্বের কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার এ যাদুকরী উত্থানে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের নাম অনেকাংশে উল্লেখ করার মতো।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বর্তমান বিচক্ষণ পরিচালনা পর্ষদ ও করিতকর্মা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী আর সমন্বিত উদ্যোগ ব্যাংকের সেবা-বিনিয়োগ বাড়ানো, নানামুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, সর্বোপরি ব্যাংকের সকল পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশনকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে চলা অবশ্যই বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড শুধু অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে না, সামাজিক উন্নয়নের সকল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে অবদান রেখে চলেছে। দেশ ও সাধারণ জনগণের কল্যাণে জনতা ব্যাংক পরিবারের নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার এ মানসিকতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড সফল হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৫ম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা | ডিসেম্বর ২০১৮

অর্থমন্ত্রীকে জনতা ব্যাংকের ফুলেল শুভেচ্ছা

বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পক্ষে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ (এফএফ) উপস্থিত ছিলেন।

বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড অর্জন করলো জনতা ব্যাংক

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছ থেকে বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড ২০১৭ গ্রহণ করছেন
জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করায় ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করেছে। গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন। এ সময় সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম খায়রুল হোসেন, আইসিএমএবি'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সেলিম, এফসিএমএ, ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ ফজলুল হক ও মোঃ জিকরুল হক এবং জেনারেল ম্যানেজার ও সিএফও মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবসের খবর

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ ফজলুল হক ও মোঃ জিকরুল হকসহ মহাব্যবস্থাপকগণ, নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং অফিসার কল্যাণ সমিতি ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার

উপস্থিতি: ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ তাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোবারক হোসেন (লোকাল অফিস) ও মোঃ কামরুজ্জামান খান (টি এন্ড এফটিডি) এবং উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তফা আনোয়ারসহ (এরিয়া অফিস, কক্সবাজার) অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ময়মনসিংহ

উপস্থিতি: ময়মনসিংহ বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামানসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বরিশাল

উপস্থিতি: বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ মুনিরুল আলম মুজিবসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

সিবিএ কেন্দ্রীয় কমিটি

উপস্থিতি: সিবিএ সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম (বীর মুক্তিযোদ্ধা), সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিসুর রহমানসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীবৃন্দ।

টাঙ্গাইল

উপস্থিতি: টাঙ্গাইল এরিয়া অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ কামরুজ্জামান খান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খালেকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বগুড়া

উপস্থিতি: বগুড়া এরিয়া অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ হারুনার রশীদ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোখলেছুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ
সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

মানিলন্ডারিং (ML) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন (TF) বর্তমান সময়ে একটি মারাত্মক বৈশ্বিক সমস্যা। সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই অবৈধ লেনদেন বা ক্ষেত্র বিশেষে মানিলন্ডারিং হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্নভাবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘ সর্বপ্রথম বিভিন্ন কনভেনশন ও রেজুলেশনের মাধ্যমে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা দি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (FATF) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (৪০+৯) সুপারিশ করেছে। ঐ মানদণ্ড অনুযায়ী দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ব্যবস্থা সমুন্নত রাখতে এবং একটি সুসংগঠিত প্রতিরোধ বলয় গড়ে তুলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং ২০০৯ সনে সন্ত্রাস বিরোধী আইন জারী করে যা আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন করা হয়। বর্তমানে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ (সংশোধনী-২০১৫) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) বিদ্যমান আছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের জন্য অপরাধীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশলগুলো উল্লেখযোগ্য:

● ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার (চেক ও ইলেকট্রনিক সিস্টেম এসবের মাধ্যমে), ● আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য ও সেবার ভুয়া ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে (ট্রেডবেজড মানিলন্ডারিং), ● ফ্রন্ট বা শেল কোম্পানির মাধ্যমে, ● বৈধভাবে অর্জিত অর্থের সাথে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ মিশিয়ে (Commingling), ● সরাসরি নগদ অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে (Cash Courier)।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দেশের বিদ্যমান আইনে বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ঐ ইউনিট আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বিদ্যমান আইনের আওতায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গাইডলাইন্স/ সার্কুলার জারী করে। অপরাধীদের দ্বারা ব্যাংককে অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য BFIU-এর নির্দেশনা কঠোরভাবে পরিপালন করতে হবে। AML/CFT পরিপালনের জন্য কিছু কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১.০ গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা বাস্তবায়ন:

অপরাধীরা হিসাব খোলার মাধ্যমে গ্রাহকের বেশে ব্যাংকে প্রবেশ করে থাকে। পরবর্তীকালে তারা ব্যাংককে ব্যবহার করে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সঠিক গ্রাহক নির্বাচনের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রশমন করা সম্ভব। জনতা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বিএফআইইউ-এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকের পর্ষদের অনুমোদনক্রমে গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। শাখা পর্যায়ে হিসাব খোলা, বিদ্যমান গ্রাহক ও ভাসমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালায় নিচের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে:

১.১ হিসাব খোলার ক্ষেত্রে অভিন্ন হিসাব খোলার ফর্ম ব্যবহার করা;

১.২ অভিন্ন হিসাব খোলার ফর্মে KYC যথাযথভাবে সম্পাদন করা;

১.৩ নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজ হতে NID যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যক্তিগত পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া;

১.৪ হিসাবের অর্থের উৎস যাচাই করা ও এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলাদি (যেমন- নিয়োগপত্র, স্যালারি সার্টিফিকেট, আয়কর সনদ ইত্যাদির যে কোন একটির কপি) সংরক্ষণ করা;

১.৫ হিসাবের Beneficial Owner বা প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্ধারণ ও তার KYC সম্পাদন করা;

১.৬ গ্রাহকের পেশা বা আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ Transaction Profile (TP) নেয়া। হিসাব খোলার ৬ মাস পরে গ্রাহক কর্তৃক সম্পাদিত লেনদেনের যথার্থতা নিরূপণ করে সংশোধনী সাপেক্ষে TP পূণঃনির্ধারণ করা;

১.৭ অভিন্ন হিসাব খোলার ফর্মে উল্লিখিত ৭টি ইন্ডিকেটরের ভিত্তিতে Transaction Profile-এর তথ্য ব্যবহার করে হিসাবের Risk Grading প্রক্রিয়া সম্পাদন করা;

১.৮ কর্পোরেট হিসাবের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারীগণসহ সকল পরিচালকের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা;

১.৯ ঠিকানার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত সাম্প্রতিক ইউটিলিটি বিলের কপি অথবা অন্য যে কোন দলিলাদি সংরক্ষণ করা;

১.১০ উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ১ বৎসর পর পর এবং নিম্ন ঝুঁকিসম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর পর পর KYC হালনাগাদ করা;

১.১১ হিসাব খোলার সময় স্থানীয় ও জাতিসংঘের নিষিদ্ধ তালিকা যাচাই করা (Sanction Screening)। স্থানীয় ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তালিকাভূক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কোন হিসাব না খোলা;

১.১২ শেল ব্যাংক/কোম্পানির কোন হিসাব না খোলা;

১.১৩ হিসাব খোলার পরে গ্রাহকের ঠিকানা ক্রস চেকিং-এর জন্য ধন্যবাদপত্র প্রদান এবং গ্রাহক কর্তৃক প্রাপ্ত ধন্যবাদপত্র শাখায় উপস্থাপনের পরে চেক বই প্রদান করা।

২.০ লেনদেন মনিটরিং

লেনদেন মনিটরিং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। গ্রাহক কর্তৃক ঘোষিত Transaction Profile মোতাবেক লেনদেন হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত ম্যানুয়ালি ও অটোমেটেড উপায়ে মনিটর করতে হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা ঘাটতি আছে এমন দেশের সাথে যে কোন ধরণের লেনদেন অধিকতর সতর্কতার সাথে (Enhanced Due Diligence) মনিটর করতে হবে। লেনদেন মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

● রিপোর্টিং সীমার নীচে পুনঃপুনঃ লেনদেন, ● সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন, ● ইলেকট্রনিক উপায়ে সংঘটিত সকল লেনদেন, ● উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন গ্রাহকের লেনদেন ● আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন, ● CTRযোগ্য লেনদেন, ● স্থানীয় ও জাতিসংঘের নিষিদ্ধ তালিকার সাথে লেনদেন যাচাই।

৩.০ বিরূপ মিডিয়া রিপোর্ট মনিটরিং

প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকা, মিডিয়ায় শাখার গ্রাহক সম্পর্কে কোনো বিরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তা পর্যালোচনা করতে হবে। এ বিষয়ে গ্রাহকের ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত না হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে অনতিবিলম্বে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা বরাবর রিপোর্ট করতে হবে।

৪.০ বাণিজ্যভিত্তিক (Trade Based) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ

বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের বৈধতা দেয়া বা এর উৎস গোপন করা বা করার চেষ্টাকে বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং বলা হয়। অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভুয়া ডকুমেন্ট/এলসিতে পণ্য ও সেবার মূল্য, পরিমাণ ও এর গুণগতমান সম্পর্কে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং হয়ে থাকে। বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো পরিপালন করতে হবে:

৪.১ এক্সপোর্ট এলসির সত্যতা যাচাই (এডভাইজিং ব্যাংকের কর্মকর্তার স্বাক্ষর যাচাই করা) ;

৪.২ এলসি ইস্যুয়িং/বেনিফিসিয়ারী ব্যাংকের ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ, কোন শেল ব্যাংকের এলসি গ্রহণ/প্রদান না করা;

৪.৩ আবেদনকারী/বেনিফিসিয়ারীর ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ, কোন শেল কোম্পানির সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন না করা;

৪.৪ যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা ঘাটতি আছে এমন দেশের কোন এলসি গ্রহণ করা বা কোন ইম্পোর্ট এলসি খোলার ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা;

৪.৫ গ্রাহকের বিদ্যমান ব্যবসার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন এক্সপোর্ট বিল পারচেজ/ইম্পোর্ট এলসি ইস্যু না করা;

৪.৬ সকল ডকুমেন্ট এলসির শর্তের সাথে যাচাই করা;

৪.৭ ত্রুটিযুক্ত বিল পারচেজ না করা, বিল কালেকশনে প্রেরণের ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে স্ক্রুটিনি করা;

৪.৮ ওভারডিউ বিল থাকলে উক্ত গ্রাহকের বিল পারচেজের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা;

৪.৯ বিল অব এন্ট্রি/ বিল অব এক্সপোর্ট যথাযথভাবে সংগ্রহ, যাচাই ও সংশ্লিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করা;

৪.১০ ইনভয়েসে উল্লিখিত মূল্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা;

৪.১১ বিল অব লেডিং-এ বর্ণিত পণ্যের বিবরণ এবং ইনভয়েসে বিবরণ একই কিনা তা যাচাই করা;

৪.১২ অনলাইনে ভেসেল ট্রাকিং করা;

৪.১৩ কাস্টমস কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি এবং বিল অব এক্সপোর্ট এন্ট্রি দেয়া হয়েছে কিনা তা অনলাইনে যাচাই করা;

৪.১৪ আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং, আন্ডার শিপমেন্ট, ওভার শিপমেন্ট ও ভুয়া ডকুমেন্ট উপস্থাপনের বিষয়ে যথাযথ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.১৫ অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেম এবং অনলাইন ইম্পোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে ফরেন এক্সচেঞ্জ সম্পর্কিত সকল তথ্য যথাযথভাবে পোস্টিং করা এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সঠিকভাবে মনিটর করা।

৫.০ ঋণভিত্তিক (Credit Based) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ

ঋণভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণপ্রদান নীতিমালা, ঋণ মঞ্জুরী বিধিমালা অনুসরণ করা ও সকল ডকুমেন্টের সঠিকতা যথাযথভাবে যাচাই করা। ডকুমেন্ট জালিয়াতির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে রিপোর্ট করা।

৬.০ রিপোর্টিং

রিপোর্ট একটি প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালনের চিত্র তুলে ধরে। যথাযথভাবে ও নিয়মিত বিএফআইইউতে নিম্নবর্ণিত রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে:

৬.১ নগদ লেনদেন রিপোর্ট

কোনো হিসাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক জমা বা উত্তোলনের (সরকারি হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উত্তোলন) পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থের বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় (অনলাইন, এটিএমসহ যে কোনো ধরণের নগদ জমা বা উত্তোলন) হলে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করা।

৬.১.১ নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার পূর্বে লেনদেন পর্যালোচনায় কোনো লেনদেন সন্দেহজনক মনে হলে এবং ঐ লেনদেনের পক্ষে গ্রাহক যথাযথ ডকুমেন্ট সরবরাহ করতে না পারলে তা সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে অবহিত করা।

৬.২ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচির চূড়ান্ত ফলাফল। লেনদেন পর্যালোচনায় কোনো লেনদেনের বিষয়ে নিম্নরূপ মনে হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা বরাবর রিপোর্ট করতে হবে:

● লেনদেনটি স্বাভাবিক থেকে ভিন্ন, ● লেনদেনটি গ্রাহকের পেশা বা ব্যবসার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, ● লেনদেনটি অপরাধ হতে অর্জিত সম্পদ ও ● লেনদেনটি কোনো সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্থায়নের জন্য করা হয়েছে।

৬.৩ সেলফ এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

সেলফ এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচি পরিপালনে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও দুর্বলতা তুলে ধরে। রিপোর্টটি প্রস্তুত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে সভা করে শাখার সামর্থ্য ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে ষান্মাসিকভিত্তিতে বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক এন্টি মানিলন্ডারিং সেকশন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা।

৬.৪ বিএফআইইউ এর চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য তথ্যাদি যথাসময়ে সরবরাহ করা

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যর্থতায় দণ্ড

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ২৩ ধারা মোতাবেক রিপোর্টিং সংস্থার উপর বিএফআইইউ নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে:

উপ-ধারা (৩) যথাসময়ে তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা

প্রতিদিন ১০ হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ১ অর্থবৎসরে ৩ বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হলে উক্ত সংস্থার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারবে।

উপ-ধারা (৪) ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করার দণ্ড

অন্যূন ২০ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ১ অর্থবৎসরে ৩ বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হলে সংস্থার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারবে।

ধারা ২৫ তথ্য সংরক্ষণ ও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট না করার দণ্ড

ধারা ২৫-এ নির্দেশনাসমূহ

(ক) গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫ বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ)-এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সময় সময় সরবরাহ করা;

(ঘ) কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হলে স্বউদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করা ।

ধারা ২৫-এর ক,খ,গ ও ঘ পরিপালন ব্যর্থতায় অন্যূন ৫০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং অতিরিক্ত উক্ত সংস্থার কোন শাখা বা সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে।

সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধের দণ্ড

সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ মোতাবেক যদি কোন সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় তা হলে- (ক) উক্ত সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্তি এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ লক্ষ টাকা যা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

(খ) ঐ সত্তার চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত করা হোক না কেন তিনি অনুর্ধ্ব ২০ বৎসর ও অন্যূন ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ লক্ষ টাকা যা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যদি তিনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন যে, ঐরূপ অপরাধ তার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছিল বা এর সংঘটন নিবৃত্ত করার জন্য তিনি সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

দেলওয়ারা বেগম
উপমহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। মূলত যে স্বপ্ন বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার নামই মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ নামের আমাদের এই অনন্য সুন্দর দেশটি পেয়েছি। আজ আমরা গর্ব করে বলতে পারি, 'আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক।' মহান এই স্বাধীনতার কল্যাণে আমরা পেয়েছি নিজস্ব একটি ভূখণ্ড, একটি পতাকা। মোটকথা, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি জনগোষ্ঠী খুঁজে পেয়েছে তার নিজস্ব জাতিসত্তা।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত একটি পুরো দেশের জন্য। ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সর্বাত্মক এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন সমানভাবে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মের নারীই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শুধু বাঙালী নয়, আদিবাসী নারীরাও পুরুষদের সাথে এই যুদ্ধে বহুমাত্রিকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন জীবনবাজি রেখে। কখনও তাঁরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাযত্ন করেছেন, আবার কখনও যুদ্ধ করেছেন অস্ত্র হাতে নিয়ে। নিয়েছেন পুরুষের পাশাপাশি সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন পুরুষ যোদ্ধাদের কাছে গোপন খবরা-খবর, কাজ করেছেন চিকিৎসক হিসেবে, সেবিকা হিসেবে। নিজেদের বাড়িতে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখা, তাঁদের কাছে অস্ত্র এগিয়ে দেয়া, তাঁদের জন্য ওষুধ, খাবার ও কাপড় সংগ্রহ করা এসব ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সক্রিয় কর্মকাণ্ড। এছাড়া ভিখারী, বিক্রেতা নানারকম সাজে নারীরা শত্রুর অবস্থানের কাছে গিয়ে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবগত করতেন। পাশাপাশি যুদ্ধাহত সৈনিকদের সহায়তা করতে নারীরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধিতে ও তাদের অনুপ্রাণিত করতে ১৯৭১ সালের সাংস্কৃতিক দলগুলোতে নারীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। ভারতে শরণার্থী শিবিরে ডাক্তার, নার্স ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অসংখ্য নারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবা করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন অনেক নারী শিল্পী। মহিলা কবি, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। তাদের লেখায় এবং শিল্পীদের গানেও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মায়েদের কথাও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেননা, মায়েরা নিজের ছেলেদের যুদ্ধে যেতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। শহীদ রুমীর মা জাহানারা ইমাম বা শহীদ আজাদের মা সাফিয়া বেগমের মতো সব মা-ই তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। তাঁদের এই ত্যাগও ইতিহাসের অংশ। মূলত, এভাবেই নারীরা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে অদম্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমানভাবে অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীরা তাঁদের সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিলেন স্বাধীনতার মতো একটি বড় অর্জনে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী মুক্তিযোদ্ধাগণ সংগঠক ও পরামর্শক, সাংস্কৃতিক প্রেরণাদাত্রী, কূটনৈতিক চরিত্র এবং প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবদান রেখেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলার নারী সমাজ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। আর এভাবেই বাংলার বীর নারীদের সাহসী পদক্ষেপ, সেবা ও সহায়তায় সম্ভব হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির মতো একটি বড় অর্জন। তাই ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীদের মতো অসংখ্য নারী মুক্তিযোদ্ধাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অবদান কখনও কিংবা কোনোক্রমেই ভোলা সম্ভব নয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আজকের বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এ জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একদিন যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতার মহানায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিদিনই বিস্ময়করভাবে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক সূচক। প্রায় ৩০ লক্ষ শহীদ আর ২ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে কষ্টার্জিত স্বাধীন সেই জীর্ণ-শীর্ণ বাংলাদেশের এখনকার নিপুন-নিটোল অবয়বের প্রতি আজ অবাক দৃষ্টি গোটা বিশ্বের। এ প্রাপ্তি নারী-পুরুষ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের, এ প্রাপ্তি স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বসাধারণের।

সভা/সমাবেশ

বিজনেস পারফরম্যান্স মনিটরিং কনফারেন্স ২০১৮

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ আয়োজিত বিজনেস পারফরম্যান্স মনিটরিং কনফারেন্স ২০১৮-তে উপস্থিত ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডিসহ অন্যান্য শীর্ষনির্বাহীবৃন্দ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের উদ্যোগে গত ১৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের সভাকক্ষে বিজনেস পারফরম্যান্স মনিটরিং কনফারেন্স ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ ফজলুল হক, মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ আহ্সান উল্লাহ্'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে সিইও এন্ড এমডি ব্যাংকের সার্বিক সূচকের অগ্রগতিসহ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুগদাপাড়া শাখা, ঢাকায় ফরেন রেমিট্যান্স গ্রাহক সমাবেশ

সম্প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেড, মুগদাপাড়া শাখা, ঢাকায় ফরেন রেমিট্যান্স গ্রাহক সমাবেশ ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শাখার গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহকদের ফরেন রেমিট্যান্স বাড়ানোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া অফিস, ঢাকা-পূর্ব এর উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ শাহ আলম। শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মাকসুদ মিজির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন।

খোকসা শাখা, কুষ্টিয়ায় মহিলা গ্রাহক সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন

দেশের অর্ধেক নারী জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাংকিং কার্যক্রম ও সেবা পৌঁছে দেবার অংশ হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড গৃহীত মহিলা গ্রাহক সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, খোকসা শাখা, কুষ্টিয়ায় মহিলা গ্রাহকদের সাথে মত বিনিময়সহ জনতা ব্যাংক কর্তৃক মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকার সেবা, ঋণ কার্যক্রম বিষয়ে পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদানবিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ বদিউজ্জামান বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুর-এর মহাব্যবস্থাপক শাহ মোঃ আসাদ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন এরিয়া অফিস, কুষ্টিয়ার সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ইনচার্জ) আব্দুল জলিল হাওলাদার, বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুরের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ জাকির হোসেন, কুষ্টিয়া কর্পোরেট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিনহাজ উদ্দিন। সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের মহিলা সদস্য রোজি সুলতানা, উপজেলা কার্যালয়ের মহিলা সদস্য হোসনে আরাসহ জনতা ব্যাংক লিমিটেড, কুষ্টিয়া এরিয়ার সকল শাখা ব্যবস্থাপক। সভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুর সেকশন-১০ শাখা, ঢাকায় মহিলা গ্রাহকদের সাথে মত বিনিময় সভা

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, মিরপুর সেকশন-১০ শাখা, ঢাকায় মহিলা গ্রাহক সপ্তাহ উপলক্ষে মহিলা গ্রাহকদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মুরশেদুল কবীর, এরিয়া অফিস ঢাকা-পশ্চিমের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক সৈয়দ জামাল হোসেন এবং গণ্যমান্য মহিলা গ্রাহকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন ও অজিত কুমার পাল, এফসিএ
জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের নতুন পরিচালক

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন গত ১৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০০ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ আলস্টার থেকে 'গভর্নমেন্ট ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে এমএ ডিগ্রি এবং ২০০৮ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট ম্যানিলা থেকে ডক্টর অফ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (ডিবিএ) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন ১৯৬২ সালে জামালপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

অজিত কুমার পাল, এফসিএ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অজিত কুমার পাল, এফসিএ গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্মানসহ মার্কেটিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি থেকে এলএলবি ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে 'ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং' (এস.ও) ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইন্সটিটিউট অফ দ্য চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএবি) থেকে সিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বর্তমানে দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অজিত কুমার পাল, এফসিএ ১৯৬১ সালে নাটোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত সনাতন হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক।

বাংলাদেশী মুদ্রার ইতিবৃত্ত

রিয়াজ হোসেন ফেরদৌস
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

শুরুর কথা

মানব সৃষ্টি ও সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজন, কর্মকাণ্ড ও সামাজিক বন্ধনের পরিধি প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রথমে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত এবং পরস্পরের মধ্যে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের চাহিদা নির্বাহ করতো। 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এই প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত ছিল। পর্যায়ক্রমে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিধি বাড়ার সাথে সাথে মানুষের কর্মকাণ্ড বিশেষ করে বিনিময় কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে এবং মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যোগাযোগের অসুবিধা দূর হওয়ার পাশাপাশি ভৌগোলিক বিভিন্ন অবস্থান থেকে প্রয়োজন মতো দ্রব্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং মূল্যের পরিমাপক হিসাবে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা মুদ্রা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

মুদ্রার ইতিহাস

মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র। মুদ্রার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিনিময় মাধ্যমে মুদ্রা হিসেবে বিভিন্ন সময় কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর, ঝিনুক, পোড়া মাটি, তামা, রুপা ও সোনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহার, স্থানান্তর, বহন ও অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ধাতব পদার্থের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়, তাছাড়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারাদিসহ অন্যান্য ব্যবহারের কারণে কাগজি মুদ্রার প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। বর্তমানে কাগজি মুদ্রার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকলেও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এখন ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজরা ১৮৬১ সালে প্রথম কাগজি মুদ্রার প্রচলন করে।

মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে লেনদেন এবং বিনিময়ের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থা বিবর্তনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসার প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার জন্য সুষ্ঠু ও কার্যকরী একটি প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন। ব্যাংক সে চাহিদা পূরণ করে। মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তার সঞ্চয় হিসাবে সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমানতের সৃষ্টি করে যার বিনিময়ে সঞ্চয়কারীকে একটি নির্দিষ্ট সুদ বা মুনাফা দিয়ে থাকে। এই আমানত ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বর্ধিত সুদ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যবসায়িক মুনাফা লাভ করে থাকে। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহারও সীমিত।

মুদ্রা আবিষ্কার

মুদ্রা আবিষ্কারের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে কয়েন (ধাতবমুদ্রা)। তখনকার সময় অতীব মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি করা হতো এই কয়েন। এক সময় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। এখন তা শুধুই ইতিহাস। বাংলাদেশে এক সময় ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা, ২৫ পয়সা ও ৫০ পয়সার কয়েন পাওয়া যেত। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর চালুকৃত পাঁচটি কয়েন এখন ইতিহাস। প্রথম তিনটি কয়েন বর্তমানে প্রায় দুস্প্রাপ্য। এক ও দুই টাকার কয়েন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হতে চলেছে। এতে করে কয়েনের ইতিহাস পরিবর্তন হবে নিশ্চিত, সেই সাথে পরিবর্তন হবে দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস।

বাংলাদেশী মুদ্রার চমকপ্রদ কিছু তথ্য

● ৪ মার্চ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে প্রথম ১০ টাকার নোট ছাপানো হয় ● ১৯৭৪ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত চালু থাকা বাংলাদেশী নোট ছাপা হতো ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে। ১৯৮৯ সালে গাজীপুরে প্রথম টাকশাল তৈরি হয় ● বর্তমানে বাংলাদেশে কাগজের নোট রয়েছে ৯টি, এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট ৬টি ● এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট বাংলাদেশে প্রচলিত টাকার ব্যাংক নোট নয় ● এক টাকার, দুই টাকার ও পাঁচ টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে অর্থ সচিবের ● বাংলাদেশে এক সময় চালু পলিমার মুদ্রা মুদ্রিত হয় অস্ট্রেলিয়ায় ● ৫০০ টাকার নোট জার্মানিতে ছাপা হয় ● ১ ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা তৈরি করা হয় কানাডায় ● সরকারি নোট ১, ২ ও ৫ টাকার নোট ● সুইজারল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে টাকা ছাপার জন্য বিশেষ কাগজ আমদানি করা হয় ● মুদ্রার উপরের অংশকে 'অবভার্স' বা মুখ্য দিক এবং অপর পিঠকে 'রিভার্স' বা গৌণ দিক বলা হয়।

বাংলাদেশী মুদ্রা ছাপানোর ইতিহাস

টাকা হলো বাংলাদেশী মুদ্রা। এর প্রতীক ৳ এবং ব্যাংক কোড BDT।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর মুদ্রা হিসেবে টাকার প্রচলন শুরু হয়। অল্প সময় পাকিস্তানী ১, ৫ এবং ১০ রূপী ব্যবহৃত হয় যা পরে সরকার বাতিল করে দেয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ প্রথম নোট চালু করা হয়। প্রথমে ১, ৫, ১০ এবং ১০০ টাকার নোট ছাপানো হয়। টাকা শব্দটি সংস্কৃত 'টন্‌ক' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ রৌপ্যমুদ্রা। বঙ্গরাজ্যে টাকা শব্দটি কোন মুদ্রা বা ধাতব মুদ্রা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ১৪ শতাব্দীতে ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায় যে, বাংলা সালতানাতের লোকজন সোনা ও রূপার ধাতবকে দিনার না বলে টাকা বলতো।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যতগুলো নোট এবং কয়েন বাজারে ছাড়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হল:

এক টাকা

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর কিছু দিন পাকিস্তানী ১ রূপী প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশী ১ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২ মার্চ প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক সম্বলিত ১ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। এরপর ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর পুনরায় আরেকটি ১ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। পরে ১৯৭৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জলছাপ সম্বলিত ১ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। এরপর আর কোন ১ টাকার কাগুজে নোট ইস্যু করা হয়নি। মাঝে ১৯৭৫ সালে নিকেল-কপার দ্বারা তৈরি ১ টাকার কয়েন ইস্যু হয়েছিল। এরপর ১৯৯৩ সালের ৯ মে পুনরায় ১ টাকার কয়েন ইস্যু করা হয়। অবশ্য পরে এর আকৃতি ও রঙ ৩ বার পরিবর্তন করা হয়।

দুই টাকা

১৯৮৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর দ্বিতীয় সরকারি নোট ২ টাকা ইস্যু করা হয়। এরপর আর কোন ২ টাকার কাগুজে নোট ইস্যু করা হয়নি। পরে ২০০৪ সালে স্টিলের তৈরি ২ টাকার কয়েন ইস্যু করা হয়। বর্তমানে কাগুজে নোটের পাশাপাশি ২ টাকার কয়েনও বাজারে চালু রয়েছে।

পাঁচ টাকা

১৯৭২ সালের ৪ মার্চ প্রথম ৫ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। পরে ১৯৭৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর এবং ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছবি সম্বলিত আরো দু'টি নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর তারা মসজিদের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭৮ সালের ২ মে তারা মসজিদের পরিবর্তে কুসুম বাগ মসজিদের মেহরাবের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। ২০০৬ সালের ৮ অক্টোবর, ১৯৭৮ সালের নোটটি আবার ইস্যু করা হয়। পার্থক্য হলো নোটটিতে ৩ মিমি চওড়া নিরাপত্তা সুতা ব্যবহার করা হয়। মাঝে ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর ৫ টাকার কয়েন ইস্যু করা হয়। বর্তমানে ৫ টাকার কাগুজে নোটের পাশাপাশি বাজারে ৫ টাকার কয়েনের প্রচলনও রয়েছে।

দশ টাকা

১৯৭২ সালের ৪ মার্চ প্রথম ১০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ২ জুন এবং ১৯৭৩ সালের ১৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছবি সম্বলিত আরো দু'টি নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ অক্টোবর তারা মসজিদের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। পরে ১৯৭৮ সালের ৩ আগস্ট এবং ১৯৮২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আতিয়া জামে মসজিদের ছবি সম্বলিত ভিন্ন দু'টি নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর লালবাগ কেল্লা মসজিদের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়া থেকে ১০ টাকার পলিমার নোট তৈরি করে আনা হয় যা বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী। বর্তমানে ঐ নোটের প্রচলন নেই বললেই চলে। এরপর ২০০২ সালের ৭ জানুয়ারি ১০ টাকার আরেকটি নোট ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ২০০৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা উপাদান বাড়িয়ে পুনরায় আগের নোটটি ইস্যু করা হয়।

বিশ টাকা

১৯৭৯ সালের ২০ আগস্ট সর্বপ্রথম ২০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। পরবর্তীকালে হলগ্রাফিক নিরাপত্তা সংযুক্ত করে ২০০২ সালের ১৩ জুলাই পুনরায় আগের নোটটি ইস্যু করা হয়।

পঞ্চাশ টাকা

১৯৭৬ সালের ১ মার্চ প্রথম ৫০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ তারা মসজিদের পরিবর্তে ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৮৭ সালের ২৪ আগস্ট প্রথমবারের মত স্মৃতিসৌধের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। এরপর ১৯৯৯ সালের ২২ আগস্ট এবং সামান্য পরিবর্তন করে ২০০৩ সালের ১২ মে একই রকমের নোট ইস্যু করা হয়।

একশ টাকা

১৯৭২ সালের ৪ মার্চ প্রথম ১০০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছবি সম্বলিত এবং ১৯৭৬ সালের ১ মার্চ তারা মসজিদের ছবি সম্বলিত দু'টি একই ডিজাইনের নোট ইস্যু করা হয়। ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের ১০০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। ২০০১ সালের ১৫ মার্চ Optical Variable Ink (OVI) ব্যবহার করে নোট ইস্যু করা হয়। ২০০২ সালের ৫ জুন স্মৃতিসৌধের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। ২০০৫ সালের ২৮ জুলাই পূর্বের ১০০ টাকার ১০০ শব্দটিকে সোনালী রঙে পরিবর্তন করা হয়।

পাঁচশত টাকা

১৯৭৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রথম ৫০০ টাকার নোট ইস্যু করা হয়। পরবর্তী সময়ে ডিজাইনে ব্যাপক পরিবর্তন এনে ১৯৯৮ সালের ২ জুলাই আরেকটি নোট ইস্যু করা হয়। ২০০০ সালের ১০ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু হয়। ২০০২ সালের ১৭ জুলাই জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি সম্বলিত নোট ইস্যু করা হয়। ২০০৪ সালের ২৪ অক্টোবর পূর্বের নোটের ৫০০ এর পরিবর্তে পাঁচশত টাকা শব্দে Optical Variable Ink (OVI) ব্যবহার করে নোট ইস্যু করা হয়।

এক হাজার টাকা

এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মানের নোট। নোটটি ২০০৮ সালের ২৭ অক্টোবর ইস্যু করা হয়। এর সামনের অংশে শহীদ মিনার এবং পেছনের অংশে কার্জন হলের ছবি রয়েছে। এতে মোট ১১টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।

শেষের কথা

হাজার বছরের বিবর্তনের ফলে যে কাগজের মুদ্রা আমরা ব্যবহার করছি তারও ভবিষ্যৎ এখন অনেকটা হুমকির মুখে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে দিন দিন অনলাইন প্রক্রিয়ায় লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে এবং তা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনলাইন লেনদেনে একদিকে যেমন মুদ্রা বহনের ঝুঁকি নেই অন্যদিকে কাগজী মুদ্রারও প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কার্ডের মাধ্যমে কিছু ডিজিট বা অংক স্থানান্তরে সম্পন্ন হয় দ্রুত লেনদেন। কয়েন বা ধাতব মুদ্রার মতো এক সময় কাগজী মুদ্রাও দুস্প্রাপ্য হবে এবং যাদুঘর ও ইতিহাসে স্থান করে নেবে। পৃথীবীর অনেক দেশেই নগদ লেনদেন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। উল্লেখ্য, সুইডেন ইতোমধ্যে পৃথিবীর প্রথম ক্যাশলেস দেশ হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখাতে যাচ্ছে।

ব্যাংকারের নৈতিকতা নৈতিকতার ব্যাংকিং

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
ফরেন রেমিট্যান্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, জনতা ব্যাংক লিমিটেড

সাম্প্রতিককালে প্রায়শ ব্যাংকের বিভিন্ন অনিয়মের খবর প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থ আত্মসাত, অর্থ পাচার, মানিলন্ডারিং, ঋণ জালিয়াতি, ইত্যাদি নানারূপে, নানা কৌশলে ঘটানো হচ্ছে এ সকল অনিয়ম। এতে ব্যাংকের সুনামই কেবল ক্ষুণ্ন হচ্ছে তা নয়, দেশের অর্থনীতিতে একটি মারাত্মক ক্ষত সৃষ্ট হচ্ছে। কারণ ব্যাংকিং সেক্টরের এ সমস্যার ব্যাপ্তি কেবল ব্যাংকিং খাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এর প্রভাব পড়ে গোটা অর্থনীতির উপর। তাই এ সকল অনিয়ম প্রতিরোধে, নিরসনে নেওয়া হচ্ছে কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ; গ্রহণ করা হচ্ছে একের পর এক নতুন নতুন পলিসি। ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল কন্ট্রোল এবং কমপ্লায়েন্সকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যে অর্থায়ণ, ঋণ বিতরণ এমনকি সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রেও ব্যাংকিং বিধি, প্রবিধি, উপবিধির জাল সুবিস্তৃত করা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনিয়মও সংঘটিত হতে না পারে। এত কিছুর পরেও দুস্কৃতিকারীরা নতুন নতুন কৌশলে অনিয়ম করে যাচ্ছে। তাই পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রক (Systematic Control) -এর পাশাপাশি নৈতিক নিয়ন্ত্রকের উপর গুরুত্বারোপ করার সময় এসেছে। কারণ, আইনের ফাঁক-ফোঁকরেও যে সকল অনিয়ম, অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে তা নৈতিকতার বর্মে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ব্যাংকারের নৈতিকতা

একজন ব্যাংকারের নৈতিকতা বলতে তার মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা, ন্যায়নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক বিধিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ইত্যাদি সংশ্লেষণগুলোর বিদ্যমান থাকা এবং সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রমে এগুলোর সফল ও স্বার্থক প্রয়োগ করাকে বুঝায়। কর্মক্ষেত্রে ব্যাংকারের ব্যক্তিগত বা দলগত আচরণ কি হবে এমনকি গ্রাহকের সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে বা কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আমানত গ্রহণ ও ঋণ বিতরণ এবং বিনিয়োগ করাই ব্যাংকারের কাজ। তাই একজন ব্যাংকারের কার্যক্রম আবর্তিত হয় টাকাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু টাকা সাধারণ পণ্যের মতো নয়। এর রয়েছে সংশ্লেষ ও পরিণতির (implications & consequences) মতো বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য যার কারণে ব্যাংকারের টাকাকে সাধারণ পণ্যের ন্যায় ব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে অনৈতিকতার জালে জড়িয়ে পড়া। তাই গ্রাহক নির্বাচন, প্রকল্প মূল্যায়ন, তহবিল ব্যবস্থাপনা, ঋণ ও আমানতের মূল্য নির্ধারণের সময় প্রথাগত ব্যাংকিং parameter সমূহের পাশাপাশি নৈতিকতার বিষয়টি (ethical aspect) বিবেচনা করা আবশ্যক।

অবশ্য একজন ব্যাংকার চাইলেই নৈতিক বিষয়গুলোর প্রয়োগ করতে পারবেন অথবা না চাইলে পারবেন না বিষয়টি এমন নয়। ব্যাংকারের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, কর্মপরিবেশসহ অনেক বিষয়ই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই নৈতিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

● নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ড নির্ধারণ, ● আচরণ নির্দেশিকা (code of conduct) নির্ধারণ, ● ব্যবস্থাপনা পলিসি ও কৌশল নির্ধারণ, ● কর্মীদের নৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করছে এরূপ বিষয়াদি চিহ্নিতকরণ, ● উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োগ ও প্রভাব সময়ে সময়ে যাচাইকরণ।

নৈতিকতার ব্যাংকিং

নৈতিকতার ব্যাংকিং হল সামাজিক, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো অনুসরণ করা হয়:

ক) পারস্পরিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক স্বার্থ: ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক হবে ব্যাংকের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

খ) সৎ উদ্দেশ্য: ব্যাংকারের উদ্দেশ্যের উপর তার কাজের স্বচ্ছতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ, উদ্দেশ্য সৎ না হলে নিষ্কলুষ ফলাফল আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাই একজন নীতিবান ব্যাংকার তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগত সততার সাথে কোন আপোষ করেন না।

গ) গ্রাহকবীক্ষণ: একজন নীতিবান ব্যাংকার তার সম্ভাব্য গ্রাহকের বর্তমান ও অতীত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে দেখেন তার ক্ষেত্রে মানবতা বিরোধী, শিশু শ্রম, বর্ণ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্যের ন্যায় কোন অনিয়ম সংঘটনের তথ্য আছে কি না। কারণ, কোনো গ্রাহকের ইত্যাকার রেকর্ড থাকলে তিনি নৈতিকতার ব্যাংকিংয়ের গ্রাহক হওয়ার অযোগ্য হবেন।

নৈতিকতা-নির্ভর ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্র ও পরিসর

নৈতিকতা-নির্ভর ব্যাংকিংয়ের পরিসর প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের ন্যায় সুবিস্তৃত নয়। কেবল নির্বাচিত (selective) খাতেই এ ধরেনের ব্যাংকিং বিনিয়োগ ও অর্থায়ন করা হয়ে থাকে।

নিচে নৈতিকতার ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হলো:

● নৈতিকতার নিয়ম মেনে বিনিয়োগ, ● পরিবেশবান্ধব খাতে বিনিয়োগ, ● সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বিনিয়োগ, ● স্বচ্ছ বাণিজ্য, ● অর্থের উৎস ও গন্তব্য নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নৈতিকতার ব্যাংকিংয়ে যেহেতু নির্বাচিত কিছু প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং মুনাফার চেয়ে মানবিক, পরিবেশগত, সমাজ উন্নয়নমূলক বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাই আপাত দৃষ্টিতে এ ধরণের ব্যাংকিংয়ের মুনাফা কম বিবেচিত হয়। তবে, এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা টেকসই এবং এর সুনাম অনেক বেশি। তাই প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা-নির্ভর ব্যাংকিংয়ের মুনাফা তুলনামূলকভাবে বেশি। আমাদের দেশে প্রতিটি প্রতিথযশা ব্যাংক যদি এর ব্যাংকিং কার্যক্রমে নৈতিকতার স্বার্থক অনুশীলন করতে সক্ষম হয়, তা হলে দেশের আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে এবং ব্যাংকিং খাতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে।

প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

বিজনেস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ফর এক্সিকিউটিভ্স

গত ৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ব্যাংকের নির্বাহীদের জন্য বিজনেস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ জিকরুল হক এবং স্টাফ কলেজের প্রিন্সিপাল (জেনারেল ম্যানেজার) কাজী গোলাম মোস্তফাসহ ব্যাংকের ২০জন নির্বাহী উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকে মানিলন্ডারিং ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কোর্সের উদ্বোধন

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ব্যাংকের নির্বাহীদের জন্য অর্থপাচার এবং জঙ্গি-সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। স্টাফ কলেজের অধ্যক্ষ (জিএম) কাজী গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম। কোর্সে ব্যাংকের ২৫জন নির্বাহী (জিএম ও ডিজিএম) অংশ নেন।

প্রিভেনশন অফ মানিলন্ডারিং এন্ড কমব্যাটিং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং কর্মশালা

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল শাখার BAMLCO ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর এন্টি মানিলন্ডারিং সেকশন চলতি বছরে মোট ৩৭টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এরই অংশ হিসেবে গত ৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও CAMLCO মোঃ ইসমাইল হোসেন। কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোবারক হোসেন, প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুর রউফ, এন্টি মানিলন্ডারিং সেকশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও DCAMLCO মোছাঃ আলতাফুন্নেছাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

কোর্স অন প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় ১০ কর্মদিবসব্যাপী প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং কোর্সের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ জিকরুল হক। কোর্সে ২৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রিন্সিপাল (জেনারেল ম্যানেজার) কাজী গোলাম মোস্তফা, ডিজিএম মহাঃ নাজির হোসেন এবং এজিএম নুপুর কুমার কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন।

লেখা আহ্বান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের বিশেষ কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ rps@janatabank-bd.com অথবা bulletin@janatabank-bd.com এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

চট্টগ্রাম জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে হোটেল আগ্রাবাদের ক্রিস্টাল বল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ফজলুল হক, মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম এবং প্রধান কার্যালয়ের জিএম ও সিএফও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ মঞ্জুরুল আহছানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিভাগের অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূখী কাজ করতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজশাহী গত ২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন শহরের সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম। বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী'র জিএম মোঃ আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ আব্দুল আউয়াল ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ সাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর গত ৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ফরিদপুর বিভাগের আওতাধীন শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন শহরের ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ ইসমাইল হোসেন ও মোঃ জিকরুল হক এবং প্রধান কার্যালয়ের জিএম (সিএফও) মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ ও বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা'র জিএম আহমেদ শাহনুর হোসেন। বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুরের জেনারেল ম্যানেজার শাহ মোঃ আসাদ উল্লাহ্'র সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিভাগের বিভিন্ন শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা গত ১০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার আওতাধীন শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন স্থানীয় সিটি ইন লিমিটেডে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ ইসমাইল হোসেন ও মোঃ জিকরুল হক এবং ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম শাহ মোঃ আসাদ উল্লাহ্ ও প্রধান কার্যালয়ের জিএম (সিএফও) মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ। বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা'র জিএম আহমেদ শাহনুর হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিভাগের বিভিন্ন শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা গত ১৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লার শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন শহরের কুমিল্লা ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ তাজুল ইসলাম ও প্রধান কার্যালয়ের জিএম (সিএফও) মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ। বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা'র জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিভাগের বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নোয়াখালী গত ২৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, নোয়াখালীর শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন স্থানীয় গ্রিন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ ফজলুল হক। সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কার্যালয়, নোয়াখালী'র জেনারেল ম্যানেজার মোঃ সাহাদাৎ হোসেন। ডিএমডি তার বক্তব্যে শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস, শ্রেণিকৃত/অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়, ২০১৮ সালের মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

একটি প্রস্তাবনা

প্রত্যেকটি এরিয়াকে এক একটি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রে পরিণত হতে হবে

ব্যাংকিং একটি বিশদ বিষয়। একজন ব্যাংকারকে সব পেশার মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। তাদের আচার-আচরণ, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা সবই ভিন্ন ভিন্ন। আবার সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। এই সবকিছুকে মাথায় নিয়ে কাজ সমাধা করা রীতিমত একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে চলাই ব্যাংকারের প্রধানতম কাজ। সেজন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে একজন ব্যাংকার যে সময়ের মধ্য দিয়ে ব্যাংকিং জীবন অতিবাহিত করে সে সময়টি যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে প্রতিনিয়ত তার ঝুলি অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হতে থাকে। আর যদি তা না হয়ে শুধু সময়-কাটিয়ে চাকরি-যাপন হয় তবে ঠিক তার উল্টো ফল হয়। অপূর্ণ থেকে যায় তার ঝুলি। এসব দিক বিবেচনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য।

জনতা ব্যাংকের স্টাফ কলেজসমূহে অনেকগুলো ইনহাউজ প্রশিক্ষণ হয় সেখানে বছরে এক একটি বিষয়ের উপর ২০ থেকে ৩০টির বেশি কোর্স আয়োজন করা কোনভাবেই সম্ভবপর হয় না। যদি প্রতিটি কোর্সে ২৫জন প্রশিক্ষণার্থী থাকেন, তাহলে এভাবে সর্বোচ্চ মাত্র ৭৫০জনকে ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা যায়। ব্যাংকের জন্য এটা পর্যাপ্ত নয়। বাকি থেকে যায় আরও দশ হাজারের বেশি কর্মী। অথচ ব্যাংক দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ক্রমবর্ধমান একটি প্রতিষ্ঠান। নানা সমস্যা, জটিলতা, উদ্ভাবন, আধুনিকায়ন এসবের মধ্য দিয়েই প্রতিনিয়ত তাকে চলতে হয় এবং সেসবের সাথে অভিযোজন করতে হয় অথবা মোকাবিলা করতে হয়। তাছাড়া একেক এলাকার সমস্যা একেরকম। সেজন্যে প্রত্যেকটি এরিয়াতে এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারিত করা আবশ্যক।

যে সকল কর্মকর্তা ২০০৮ সাল বা তার পরে ব্যাংকে যোগদান করেছেন তারাই এখন মাঠপর্যায়ের বেশিরভাগটা সামলাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব তরুণশক্তিকে উপযুক্ত ব্যাংকার এবং যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা এখন আমাদের বড় দায়িত্ব। এরিয়াভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু করাটা সেই কারণে বেশি প্রাসঙ্গিক।

এজন্য প্রয়োজন একটি ক্লাসরুম, একটি সাদা বোর্ড, একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রিন। আর ভালো হয় একটি মাইক্রোফোন থাকলে। প্রায় সব এরিয়া অফিসে এইসব জিনিসপত্রের সংস্থান ইতোমধ্যে আছে। প্রশিক্ষণ দেবেন তিনি যিনি ঐ এরিয়াতে কোন বিষয়ে ভালো বোঝেন ও বলেন। পরিদর্শন, অগ্রিম, অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ, মর্গেজ প্রণালী, হিসাব খোলা, মানিলন্ডারিং, জমির কাগজপত্র চেনা, ডুপ্লিকেট ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যু, নমিনিকে টাকা প্রদান– এসব অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মত-দ্বিমতের অন্ত নেই। সেসব সুরাহা হবে এরকম ওয়ার্কশপে। এর ফলে কর্মীদের ব্যাংকিং জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে, ব্যাংকে নির্ভুল কাজ হবে, মামলা হ্রাস পাবে, প্রতারণা জাল-জালিয়াতি রোধ হবে, অভিযোগ কম হবে, কাজের বিষয়ে সবার আগ্রহ, সাহস ও শ্রদ্ধা বাড়বে সর্বোপরি আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি এরিয়াপ্রধানসহ এরিয়ার অনেক কর্মকর্তা ভালো প্রশিক্ষক হয়ে উঠবেন এবং তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড নাটোর এরিয়াতে পাক্ষিকভিত্তিতে এই কর্মশালা চালু করা হয়েছে। মাসের প্রত্যেক দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সোমবার সন্ধ্যা ৬.৩০টা থেকে ৮.০০টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। ডিজিএম সাহেবের চেম্বারে একটি বোর্ড ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেশনগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত থাকলেও এমনভাবে তা ডিজাইন করা হয় যেন এক একটি সেশন এক এক গ্রুপের জন্য প্রযোজ্য হয়। যেমন: ব্যবস্থাপক, অগ্রিম কর্মকর্তা, সহকারী ব্যবস্থাপক, টেলর, পল্লীঋণ কর্মকর্তা, কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা এসব এবং এই বিষয়টি পূর্বাহ্নেই শাখাকে জানিয়ে দেয়া হয়।

এই আয়োজনে কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজটির সুফল সকল কর্মকর্তাকে পৌঁছে দিতে সকল এরিয়াকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণের মান ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে স্টাফ কলেজসহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তাপস কুমার মজুমদার
উপমহাব্যবস্থাপক
এরিয়া অফিস, নাটোর

দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন আয়োজিত ওয়ালটন প্রথম বিভাগ দাবা লিগ ২০১৮-এ জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ১০ খেলায় পূর্ণ ২০ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জয় করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে। পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত ক্রেস্ট ও ৫০ হাজার টাকার চেক মাননীয় সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের হাতে তুলে দেন জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি মোঃ শাহ আলম এবং সেক্রেটারি মির্জা মোঃ আব্দুল বাছেত। এ সময় প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার খন্দকার আতাউর রহমান, মোঃ মুরশেদুল কবীর (বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর), মোঃ আরিফুর রহমান আকন্দ (প্রধান কার্যালয়), কোম্পানি সেক্রেটারি ও জিএম হোসেইন ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ, ডিজিএম মোঃ মিজানুর রহমান ও মোহাম্মাদ মাঈনুদ্দিন মিয়াসহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা ফিদে মাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমনের নেতৃত্বে এবারের প্রথম বিভাগ দাবা লিগে অংশ নেন মহিলা ফিদে মাস্টার শারমীন সুলতানা শিরিন, দুই ভারতীয় আন্তর্জাতিক দাবাড়ু আনভেস উপাধ্যায় ও রাজেশ কুমার জানা, মোঃ আবজিদ রহমান, জিএম মোঃ মুরশেদুল কবীর ও মৃন্ময় চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হবার সুবাদে জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের প্রিমিয়ার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

শারীরিক প্রতিবন্ধীকে ঋণদান

মোঃ সেলিম একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। তিনি প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী ভাতা পান। নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে তিনি পরিবারের ৪ সদস্যের ভরণপোষণ করেন। উল্লেখ্য, ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগের নিমিত্তে একটি এনজিও থেকে তিনি ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণচেকটি মোঃ সেলিম শাখায় নগদায়ন করতে আসলে আমি তাকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার জন্য অনুরোধ করি। আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি তার নামীয় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন এবং তার ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির জন্য আমার পরামর্শ চান। তার পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ব্যবসায়িক আগ্রহ দেখে তাকে আমি একটি সিসি (হাঃ) ঋণ গ্রহণের পরামর্শ দিলে তিনি আবেগাপ্লুত হন এবং ঋণ গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন। তার সম্মতিতে আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে তার ব্যবসা এবং সহজামানত সম্পত্তি পরিদর্শন করি এবং ব্যাংকের বিধি মোতাবেক সিসি (হাঃ) ঋণের

প্রস্তাবটি এরিয়া অফিসে প্রেরণ করি। এরিয়া অফিসের সম্মানিত উপমহাব্যবস্থাপক হুমায়ন কবির চৌধুরী তার ব্যবসা ও সহজামানত সম্পত্তি পরিদর্শন করে মোঃ সেলিমের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইসমাইল স্টোর-এর অনুকূলে ১০ লক্ষ টাকার সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করেন। ঋণের মঞ্জুরীপত্র পেয়ে মোঃ সেলিম অত্যন্ত খুশি হন এবং জনতা ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

কাজল ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপক, চৌধুরীহাট শাখা, চট্টগ্রাম
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রেসক্রিপশন

নাক, কান ও গলার যত্ন

ষড়ঋতুর দেশ এই বাংলাদেশ। ঋতু পরিবর্তনের সাথে এদেশের মানুষের জীবনযাপন এবং রোগবালাইয়ের তারতম্য ঘটে যা নাক, কান ও গলার (Upper Respiratory Tract) উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে এগুলোর বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

কানের যত্ন

কানের তিনটি অংশ: ১. বহিঃকর্ণ (External Ear) ২. মধ্যকর্ণ (Middle Ear) ৩. অন্তঃকর্ণ (Internal Ear)

১. বহিঃকর্ণ (External Ear)

কানের হর্ণ (Auricle) অংশ থেকে পর্দা (Ear Drum) পর্যন্ত যে অংশ থাকে তাকে বহিঃকর্ণ বলে। এখানে সাধারণত খইল (Wax) জমে। তাছাড়া, কানের বিভিন্ন রোগ যেমন- ব্যাকটেরিয়া জনিত (Staphylococcus aureus) ছত্রাক (Fungus) একজিমা ভাইরাস জনিত রোগ হতে পারে। তাই সব সময় কানের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। কানে অহেতুক খোঁচাখুঁচি করা, ঠাণ্ডা লাগানো এবং চুলকানো নিষেধ।

২. মধ্যকর্ণ (Middle Ear)

কানের সবেচেয়ে সংবেদশীল অংশ মধ্যকর্ণ। কানের পর্দার ভিতর একটি ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে নাকের নাসারন্ধ্র সরাসরি প্রবেশ করে যাকে বলা হয় (Eustachin Tube) ইয়স্টাচিয়ান টিউব। এই টিউবের মাধ্যমে অক্সিজেন মধ্যকর্ণ হয়ে মস্তিস্কে প্রবেশ করে রক্ত চলাচল করতে সাহায্য করে এবং শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। মধ্যকর্ণে তরল জাতীয় শ্লেষ্মা এবং সর্দি জমা হয়।

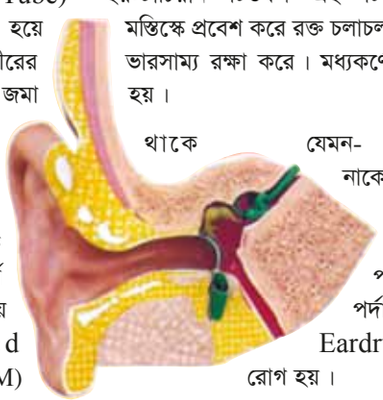

যদি নাক বন্ধ থাকে যেমন- পলিপ (Polyp), নাকের মাংস বেড়ে যায় (HIT), পর্দা যদি বাহির এবং ভিতর থেকে আক্রান্ত হয় তাহলে মধ্যকর্ণে পানি ও পুঁজ জমে যা একসময় পর্দা ভেদ করে (Perforated Eardrum) বের হয়ে কান পাকা (CSOM) রোগ হয়।

৩. অন্তঃকর্ণ (Internal Ear)

কানের অনেক জটিল অংশ যা সরাসরি মস্তিস্কের সাথে জড়িত। কানে কম শোনা, মাথা ঘুরানো (Vertigo, Tinitus) ইত্যাদি কান এবং শরীরের অন্যান্য রোগের সাথে জড়িত।

গলার যত্ন

ঠাণ্ডাজনিত কারণে গলা ব্যথা হতে পারে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া গলার টনসিল ও আশেপাশে সংক্রমিত হতে পারে। সুতরাং ঠাণ্ডা ও ধুলাবালি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং নিয়মিত গরম জলে গড়গড়া করতে হবে।

নাকের যত্ন

নাক, কান ও গলা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই এজন্যে ঠাণ্ডা ও ধুলাবালি (Pllen Dust) থেকে দূরে থাকতে হবে। নাক যেমন মানুষের ভালমন্দ ও ঘ্রাণ উপহার দেয়, তেমনি নাকের দ্বারা মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগজীবাণু, ভাইরাস ও ছোঁয়াচে (Contagious) সংক্রমিত হয়। সুতরাং নাক, কান ও গলা রোগ প্রতিরোধকল্পে যেমন সাবধান থাকতে হবে, সাথে সাথে শরীরের রোগ প্রতিরোধের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

ডাঃ মোঃ সাঈদুল ইসলাম
এমবিবিএস, বিসিএস, পিজিটি (নাক কান গলা)
প্রাক্তন রেজিস্টার, নাক কান গলা বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মেডিকেল রিটেইনার, জনতা ব্যাংক লিমিটেড

আইসিটি কর্নার

নিরাপদে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার

প্রতিদিন কম্পিউটার ব্যবহারে আপনি কি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন, আপনি কি সাইবার জগতে সুরক্ষিত?

Operating System: আমাদের কম্পিটারের বিভিন্ন তথ্য যেমন- Debit Card, Credit Card-এর তথ্য, বিভিন্ন ওয়েবসাইট Gmail, Facebook-এর User ID এবং Password, ব্যক্তিগত ছবি, Documents. সুরক্ষিত রাখার জন্য Operating Systemটি Original হতে হবে এবং সব সময় Update রাখা জরুরি। কম্পিউটারের Control Panel থেকে Windows Update-এর মাধ্যমে অপারেটিং সিস্টেম Update করা যায়।

Temporary File: কম্পিউটারে জমে থাকা অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে ফেলার জন্য Run অপশন থেকে PREFETCH, RECENT, TEMP টাইপ করে Enter Press করলে যে ফাইলগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো মুছে ফেলতে হবে।

Virus: Virus নিজে নিজে কোন কম্পিউটারকে আক্রমণ করতে পারে না। Virus যে কোন Program-এর মাধ্যমে ছড়ায়। তাই কোন Program চালু করার সময় নিশ্চিত হয়ে চালু করতে হবে। আমারা যে Website অথবা যে Programটি ব্যবহার করবো সেটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। যেমন: mp3 গান শোনার জন্য আমরা .mp3 extensionযুক্ত গানের উপর ক্লিক করে গান শুনি। ঐ গানে mp3 Player-এর একটি আইকন সংযুক্ত থাকে। ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে File Type অদৃশ্য (Hide) থাকার কারণে গানের .mp3 extensionটি দেখা যায় না। ভাইরাস নির্মাতারা এই সুযোগটি নিয়ে Virus Executable File (.exe)-এর আইকন mp3 Player-এর আইকন বসিয়ে দেয়। তখন উক্ত ফাইলটি ক্লিক করলেই কম্পিউটার Virus-এ আক্রান্ত হয়। এ ছাড়ার Attachment File, Pen Drive-এর মাধ্যমেও ভাইরাস ছড়াতে পারে।

Internet: কম্পিউটার Modem অথবা Broad Band-এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ঐ কম্পিউটারটি সাইবার জগতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তাই ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় একটু সচেতন হতে হবে। বিভিন্ন Website অথবা Email-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত লিঙ্কের মাধ্যমে হ্যাকাররা আপনাকে Redirect করে ফেলতে পারে। যেমন: আপনার মেইলে অথবা কোন একটি Website-এ লেখা আছে Gmai1-এ লগইন করুন। এখানে Gmail-এ l(L)-এর পরিবর্তে 1(one) ব্যবহার করা হয়েছে। আবার yahoo.com-এর পরিবর্তে যদি এমন হয় yaho0.com

Password: অনলাইনে User ID এবং Password প্রদান করার সময় নিশ্চিত হতে হবে আপনি যে Website-এর Password দিচ্ছেন সেই Website-এর Addressটি আপনার Browser-এর Address Bar-এ আছে কিনা। User ID এবং Password দেয়ার সময় Remember Me অপশনটি নির্বাচন না করা উচিত। যে সমস্ত User ID এবং Password কম্পিউটারের Browser-এ সংরক্ষণ করা আছে তা মুছে ফেলার জন্য Shift + Ctrl + Delete একসাথে Press করতে হবে। তারপর Password অপশনটি সিলেক্ট করে Clear করতে হবে। Redirect হওয়া Website-এ User ID এবং Password না দিয়ে Browser-এ উক্ত Website-এর ঠিকানা লিখুন।

Anti-virus: কম্পিউটারে সব সময় up-to-date একটি Anti-virus থাকা প্রয়োজন। আপনার কম্পিউটারের Anti-virus-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে খুব দ্রুত নবায়ন করা উচিত অথবা Avira, AVG, Microsoft Security Essential ফ্রি ডাউনলোড করে ব্যবহার করা উচিত।

মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (আইটি)
আইসিটিডি-সিস্টেম
প্রধান কার্যালয়
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

জনতা ব্যাংক লিমিটেডে হেলথ চেক-আপ ক্যাম্প

গত ২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ে হেলথ চেক-আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ উপস্থিত থেকে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ ফজলুল হক, মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম ছাড়াও অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। হেলথ চেক-আপ ক্যাম্পে নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার লেভেল ও ওজন পরিমাপ করা হয়।

ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে আরো ৩ জনের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি

মোঃ আসাদুজ্জামান

শ্যামল কৃষ্ণ সাহা

মোঃ শহীদুল ইসলাম

সিএল আদায়ে শাখা ব্যবস্থাপকের বুদ্ধিমত্তা

আমাদের শাখায় দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে জনাব আবুল হাসেম (সাবেক মেম্বার) নামের ব্যক্তিটি সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও চতুর। ২০০৮ সালে তিনি নিজ নামে ৪০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর পর জনাব হাসেম তার ঋণ হিসাবে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা করে জমা দেন। ২০১৮ সাল নাগাদ তার বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় দ্বিগুণ। এ অবস্থাতে খুব বিপদে না পড়লে তিনি আর ব্যাংকের কাছাকাছি ঘেঁষেন না।

আমরা জনাব হাসেমকে টার্গেট করে এগুতে থাকি। পনের দিনের মধ্যে তার সাথে আমার তিন/চার বার দেখা হয়, চা খাওয়া হয় কিন্তু একটি বারও তার ঋণের ব্যাপারে জানতে চাইনি। সে হয়তো ভাবে তার ঋণের বিষয়ে আমরা অবগত নই। পরবর্তী সময়ে যখন তার সাথে দেখা হয় অন্য ঋণগ্রহীতাদের ব্যাপারে তার কাছ থেকে তথ্য নেয়ার চেষ্টা করি। তার পরামর্শ মোতাবেক কয়েকটি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থাও করে ফেলি প্রায়। এই সময়ের মধ্যে জনাব হাসেমের সাথে আমাদের একটি চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

তার সাথে চতুর্থ বারের দেখাটি হয় আমাদের শাখায়। সে নিজে ব্যাংকে আসে। কুশল বিনিময়ের পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে 'ম্যানেজার সাব, আপনাকে বলা হয়নি, আপনাদের এখানে আমার নামে একটি লোন আছে, একটু দেখবেন কত টাকা হয়েছে?'

আমি অবাক হই। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি আপনার নামে আমাদের শাখায় ঋণ আছে? তারপর খেলাপি ঋণের তালিকাটি একটু নেড়েচেড়ে হঠাৎ আৎকে উঠার অভিনয় করি। বলি হাসেম ভাই, ব্যাপারটি আপনার মতো লোকের জন্য মানানসই নয়। এই যে তালিকাটি দেখছেন, এটি মামলার জন্য প্রস্তুতকৃত তালিকা। আমাদের হেড অফিস থেকে পাঠিয়েছে। আগামী সপ্তাহে আমাকে নিশ্চিত মামলা করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই আমার কাছে। ঠিক তার দুদিন পর সে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে দেয়। মজার বিষয় হলো, পরে জানতে পারি তিনি ঐ টাকা কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমাদের ঋণ পরিশোধ করেছেন।

এবার হাসেম ভাইকে যখন ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে তখন আর বাদ থাকবে কে? তিনি নিজে আমাদের আগে দৌড়ান ঋণ আদায়ের জন্য। আমরা কেবল তাকে একটু সম্মান দেখাই এবং মাঝে মধ্যে দু'এক কাপ চা আর নাস্তা খাওয়াই।

এরপর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক হাসেম মেম্বারকে নিয়ে যাই আমাদের মন্দ ঋণ তালিকার সবচেয়ে অসহায় ব্যক্তি, হরিদাসের বাড়িতে।

নৌকা চালিয়ে সংসার চালায় হরিদাস। ব্যাংকের নিকট তার দায় ৩ হাজার ৭ শত টাকা। হরিদাসের দুঃখের কথা শুনে হাসেম ভাইকে বলি কি করা যায়? সে বলে, কি করবেন স্যার গরিব মানুষ! কোন একটা ব্যবস্থা করেন।

হরিদাসকে জিজ্ঞেস করি কত টাকা দিতে পারবে। সে জানায় এই মহূর্তে তার কাছে ১ হাজার টাকা আছে। আমি আমার পকেট থেকে ২ হাজার টাকা এবং আমার আরেক কর্মকর্তার কাছ থেকে ৭ শত টাকা নিয়ে তার নামে ৩ হাজার ৭ শত টাকার জমা স্লিপ দিয়ে আসি। এভাবে হরিদিসের ঋণটিও নিল হয়।

এমনি করে মাত্র দু'মাসের মধ্যে আমাদের শাখার ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সিএল শূন্য হয়ে যায়।

এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ আমাদের বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মহোদয় মোবারক হোসেন স্যার এবং এরিয়া অফিস কুমিল্লা-উত্তরের ডিজিএম শফিকুর রহমান স্যারকে।

বিবরণ	২০১৭	২০১৮
আমানত	৬২.৪১ কোটি	৬৭.৫৭ কোটি
ঋণ ও অগ্রিম	৫.১৪ কোটি	৬.৬৮ কোটি
নীট লাভ	১.২৭ লক্ষ	১.৩২ লক্ষ
সিএল	৪.২৫ লক্ষ	০

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
ব্যবস্থাপক
বাতাকান্দি শাখা, কুমিল্লা-উত্তর
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

শাখা স্থানান্তর

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
বিয়ানী বাজার শাখা, সিলেট হোল্ডিং নম্বর: বর্তমানে ১২০১ সাবেক ৭৯৮ সড়ক: সিলেট-বারইগ্রাম পৌরসভা: বিয়ানী বাজার থানা: বিয়ানী বাজার, জেলা: সিলেট ভবনের নাম: সিটি সেন্টার ভবন মালিক: মোঃ হেলাল উদ্দিন	**বিয়ানী বাজার শাখা, সিলেট** হোল্ডিং নম্বর: ৬২২ সড়ক: সিলেট-বারইগ্রাম পৌরসভা: বিয়ানী বাজার থানা: বিয়ানী বাজার, জেলা: সিলেট ভবনের নাম: আজিজ সুপার মার্কেট ভবন মালিক: মোঃ ফারুক আহমদ স্থানান্তরের তারিখ: ২৮.১০.২০১৮
এরিয়া অফিস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হোল্ডিং নম্বর-৭৪(ক) সড়কের নাম: মধ্যপাড়া ওয়ার্ড নম্বর: ০৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা থানা ও জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ভবন মালিক: ইঞ্জিনিয়ার রুকন উদ্দীন আহমেদ	**এরিয়া অফিস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া** হোল্ডিং নম্বর: ৩৪৩ সড়কের নাম: ৫৯৫ ফুলবাড়িয়া ওয়ার্ড নম্বর: ০৩, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা থানা ও জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ভবন মালিক: একেএম ফজলুল করিম এএফএম সামসুল করিম, এজেএম সাদুল করিম ও রাশেদা আক্তার স্থানান্তরের তারিখ: ০১.১১.২০১৮
এরিয়া অফিস, বগুড়া হোল্ডিং নম্বর: ১১৬১/১০৮৬ সড়ক: গোহাইল রোড, ওয়ার্ড নম্বর: ৯ বগুড়া পৌরসভা, থানা: বগুড়া সদর জেলা: বগুড়া ভবন মালিক: মোঃ আসলাম হোসেন ও মোছাঃ রাজিয়া আসলাম	**এরিয়া অফিস, বগুড়া** হোল্ডিং নম্বর-৫০৫৯ সড়ক: আলফাজ উদ্দীন গেদা সড়ক ওয়ার্ড নম্বর: ৯ বগুড়া পৌরসভা থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া ভবনের নাম: খোকা কমপ্লেক্স ভবন মালিক: মোঃ আলীমান হাকিম স্থানান্তরের তারিখ: ০১.১১.২০১৮
কিশোরগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, কিশোরগঞ্জ হোল্ডিং নম্বর: ৯৯ ওয়ার্ড নম্বর: ৩ সড়ক: স্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ পৌরসভা থানা: কিশোরগঞ্জ সদর জেলা: কিশোরগঞ্জ ভবন মালিক: হোসনে আরা বেগম গং	**কিশোরগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, কিশোরগঞ্জ** হোল্ডিং নম্বর: ১১৭, ওয়ার্ড নম্বর: ০৬ সড়ক: ঈশাখাঁ রোড কিশোরগঞ্জ পৌরসভা থানা: কিশোরগঞ্জ সদর জেলা: কিশোরগঞ্জ ভবন মালিক: মোঃ মাজহারুল ইসলাম ভূঞা স্থানান্তরের তারিখ: ১৮.১১.২০১৮
সাতক্ষীরা কর্পোরেট শাখা ও এরিয়া অফিস, সাতক্ষীরা হোল্ডিং নম্বর: ২৪২৫/২১২০ ওয়ার্ড নম্বর: ২, সড়ক: শহীদ নাজমুল সরণী সাতক্ষীরা পৌরসভা থানা: সাতক্ষীরা সদর জেলা: সাতক্ষীরা ভবনের নাম: হোসেন মার্কেট ভবন মালিক: খালেদা খান, শামীম আহম্মেদ খান ও শরিফ আহম্মেদ খান	**সাতক্ষীরা কর্পোরেট শাখা ও এরিয়া অফিস, সাতক্ষীরা** হোল্ডিং নম্বর: ৩৮৪০, ওয়ার্ড নম্বর: ৮ সড়ক: আবুল কাশেম সাতক্ষীরা পৌরসভা থানা: সাতক্ষীরা সদর, জেলা: সাতক্ষীরা ভবনের নাম: লাবনী টাওয়ার ভবন মালিক: আব্দুস সাত্তার ও নাজমা বেগম স্থানান্তরের তারিখ: ২৫.১১.২০১৮
হলিদাগাছি শাখা, রাজশাহী গ্রাম: হলিদাগাছি ইউনিয়ন: শলুয়া থানা: চারঘাট জেলা: রাজশাহী ভবন মালিক: মোছাঃ আলেয়া বেওয়া	**হলিদাগাছি শাখা,রাজশাহী** গ্রাম: হলিদাগাছি ইউনিয়ন: শলুয়া থানা: চারঘাট জেলা: রাজশাহী ভবন মালিক: মহাদেব চন্দ্র হালদার ও কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার স্থানান্তরের তারিখ: ০২.১২.২০১৮
সুবচনী বাজার শাখা, টংগীবাড়ী গ্রাম: সুবচনী ইউনিয়ন: আউটশাহী থানা: টংগীবাড়ী, জেলা: মুন্সিগঞ্জ ভবন মালিক: মোঃ শফিউদ্দিন খান মোঃ নজরুল ইসলাম খান ও আছিয়া বেগম	**সুবচনী বাজার শাখা, টংগীবাড়ী** গ্রাম: সুবচনী ইউনিয়ন: আউটশাহী থানা: টংগীবাড়ী, জেলা: মুন্সিগঞ্জ ভবনের নাম: কাফুর আলী শেখ সুপার মার্কেট ভবন মালিক: আব্দুল হাই শেখ আব্দুল রব ও আব্দুল মোতালেব শেখ স্থানান্তরের তারিখ: ০২.১২.২০১৮
চন্দ্রকোনা শাখা, শেরপুর গ্রাম ও ইউনিয়ন: চন্দ্রকোনা থানা: নকলা জেলা: শেরপুর ভবন মলিক: মোঃ হানিফ উদ্দীন	**চন্দ্রকোনা শাখা, শেরপুর** গ্রাম ও ইউনিয়ন: চন্দ্রকোনা থানা: নকলা, জেলা: শেরপুর ভবন মলিক: মোঃ আসুদুজ্জামান ও মোঃ আংগুর মিয়া স্থানান্তরের তারিখ: ২৩.১২.২০১৮

চলে গেলেন যারা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ : পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : দীনবন্ধু রায়, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২০.০১.১৯৯০
মৃত্যু তারিখ : ০৪.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : নবীগঞ্জ শাখা, এরিয়া অফিস, হবিগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ জয়নব আলী, কেয়ারটেকার
যোগদান তারিখ : ০৭.০১.১৯৭৮
মৃত্যু তারিখ : ০৫.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : উল্লাপাড়া শাখা, এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জ

নাম ও পদবী : ইব্রাহীম খলীল, অফিসার-টেলার
যোগদান তারিখ : ১০.০৭.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ১০.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : আমিন বাজার শাখা, এরিয়া অফিস, ঢাকা-পশ্চিম

নাম ও পদবী : মোঃ মজিবুর রহমান, কেয়ারটেকার
যোগদান তারিখ : ২০.০১.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ১১.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : বি.কে রোড শাখা, এরিয়া অফিস, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : ভূষণ কুমার দাস তালুকদার, অফিসার
যোগদান তারিখ : ০১.০১.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ২০.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, সুনামগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ আতিকুর রহমান, এসপিও
যোগদান তারিখ : ৩০.০৯.১৯৯৮
মৃত্যু তারিখ : ২৩.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-১, প্রধান কার্যালয়

নাম ও পদবী : মোঃ বাচ্চু মিয়া, কেয়ারটেকার
যোগদান তারিখ : ২১.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২৮.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : শাহীবাবাদ বাজার, এরিয়া অফিস, কুমিল্লা

নাম ও পদবী : মোঃ মোক্তার হোসেন, অফিসার-টেলার
যোগদান তারিখ : ০২.০৩.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ২৯.১০.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : পানামনগর শাখা, এরিয়া অফিস, নারায়ণগঞ্জ

নাম ও পদবী : মোঃ আবুল হোসেন, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১৮.০৪.১৯৭৯
মৃত্যু তারিখ : ১৬.১১.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : জিরো পয়েন্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ তাওহীদ, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১১.১০.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২০.১১.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : নোয়াপাড়া শাখা, এরিয়া অফিস, হবিগঞ্জ

নাম ও পদবী : বাবু মগ, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ২২.১০.১৯৮১
মৃত্যু তারিখ : ৩০.১২.২০১৮
শেষ কর্মস্থল : রিকনসিলিয়েশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

নাটোরের সিংড়ায় জনতা ব্যাংকের এটিএম বুথ উদ্বোধন

নাটোরের সিংড়া বাজার শাখায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এটিএম বুথ উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদসহ অন্যান্য শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দ

জনতা ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সেবা প্রদানের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে নাটোরের সিংড়া বাজার শাখায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এটিএম বুথ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ (এফএফ)। অনুষ্ঠানে ডিএমডি মোঃ জিকরুল হক ও মোঃ তাজুল ইসলাম ছাড়াও অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড ২০১৮ আয়োজনের পৃষ্ঠপোষকতায় জনতা ব্যাংক

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড ২০১৮-তে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মাঝে অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সাথে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবারই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০১৮ আয়োজনের উদ্যোগ নেয় যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ১৫টির অধিক স্কুলের ৭ থেকে ১৩ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। ইভেন্টটি আয়োজনে জনতা ব্যাংক লিমিটেড অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড ২০১৮-তে ভালো করার জন্য প্রতিযোগীদের উদ্বুদ্ধ করেন। উল্লেখ্য, জনতা ব্যাংক লিমিটেড বরাবরই এ ধরণের আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর মননশীল কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

পাবনায় জনতা ব্যাংকের ৯১৩তম শাখা উদ্বোধন

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ২৪ ডিসেম্বরব ২০১৮ তারিখে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা নামে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৯১৩তম শাখা উদ্বোধন করা হয়। শাখাটি উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম রোস্তম আলী এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামান। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপাচার্য শাখাটির সাফল্য কামনা করেন। সভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে জিএম মোঃ আখতারুজ্জামান শাখার সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শাখার গ্রাহকসেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরামর্শ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, শাখাটির সার্বিক সাফল্য কামনা করে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় আব্দুছ ছালাম আজাদের পাঠানো একটি লিখিত বক্তব্য সভায় পড়ে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড, পাবনা এরিয়া অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মহাঃ মাইনুল হাবীব।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্তঃ গণমুখী ব্যাংকিং

গণমুখী ব্যাংকিং বলতে আমরা নির্বিশেষে সকল শ্রেণিপেশার মানুষের ব্যাংকিং সুবিধা প্রাপ্তিকে বুঝি। ঐতিহ্যগতভাবে দূর অতীত কাল থেকে আমরা দেখে আসছি বেশিরভাগ সময় ব্যাংক শুধু ধনাঢ্য সচ্ছল মানুষের সেবায় ব্যস্ত থাকে। কোন এক সময় তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের কথা না ভেবে ব্যবসায়ীর ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করার ব্রতই ছিল মূলত ব্যাংকিং ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে চিত্রপট পাল্টে ব্যাংকিং কার্যক্রম নতুন রূপে আবর্তিত হচ্ছে। শুধু ধনাঢ্য সচ্ছল মানুষের সেবায় ব্যাংকগুলো ব্যস্ত থাকবে, অন্যদিকে দেশের বেশিরভাগ মানুষ ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে থাকবে, সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষের ব্যাংকে প্রবেশাধিকার থাকবে না, প্রাচীন এ ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে ব্যাংকিং সেবা গণমুখী করার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষকে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণের বিশেষ উদ্যোগ বর্তমান সরকারের অন্যতম এজেন্ডা। আর জনতা ব্যাংক লিমিটেড সরকারের ব্যাংক হিসেবে এই এজেন্ডা বাস্তবায়নে সার্বক্ষণিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সমৃদ্ধি অর্জনে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে নেয়া হয়েছে কল্যাণমুখী নানা পদক্ষেপ। আর এতে সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকা ব্যাংকের দরজা দ্রুত খুলে গেছে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার অন্যতম পুরোধা জনতা ব্যাংক লিমিটেড। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, দরিদ্র সাধারণ কর্মজীবী মানুষ খুব সহজে ব্যাংকে গিয়ে যেন অ্যাকাউন্ট খুলে তা পরিচালনা করতে পারে, বেশ আগে থেকেই জনতা ব্যাংক তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্কুল ছাত্রদের ব্যাংকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে স্কুল ব্যাংকিংয়ের প্রচলনেও জনতা ব্যাংকের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি শিল্পায়নে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জনতা ব্যাংক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ ও কৃষিঋণ বিতরণেও এ ব্যাংকের রয়েছে সফলতা। কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে, বিশেষ করে নারীদেরকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে রফতানি আয় বাড়াতে জনতা ব্যাংকের উদ্যোগ বরাবরই প্রশংসনীয়। জনতা ব্যাংকের কাছে বিশালায়তনের কর্পোরেট গ্রাহকও যতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন ক্ষুদ্র গ্রাহকও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাংক বিশেষ কোন শ্রেণির গ্রাহককে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে না। জনতা ব্যাংক সবার জন্য ব্যাংকিং করে, এটা অবশ্যই গর্বের। মোটকথা, গণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যে দিয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেড গ্রাম-শহর সবখানে ছোট ছোট শিল্পে বিনিয়োগের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য।

রুবেল আহমেদ, *এসপিও, আরপিএসডি*

রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোনঃ ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৬ ফ্যাক্সঃ ৮৮ ০২ ৯৫৫৮৬১৪, ইমেইলঃ rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইটঃ www.jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫ আরামবাগ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ইমেইলঃ olympicproduct@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রীঃ
মোঃ আবুল কাশেম ও মোঃ আবুল ফাত্তাহ